ভোরের কাগজ

তারিখ ... 25 APR 1998
পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

মন্তব্য প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতির কথা কেউ শুনলেন না

মতিউর রহমান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরেক হত্যাকাণ্ড, আবার বন্দুকযুদ্ধ হয়ে গেলো। এই রক্তখেলায় বন্দুক, কাটা রাইফেল, পিস্তল, চাপাতি ইত্যাদি সবই ব্যবহৃত হয়েছে। পুলিশ এলো, কাঁদানে গ্যাস ছুড়লো, পুলিশ বেধড়ক পেটালো, আহত-গ্রেপ্তার হলো অনেক। ছাত্রদল-ছাত্রলীগের মধ্যে হল দখল-বেদখল হয়ে গেলো। তদন্ত কমিটি গঠনের খবরও পাওয়া গেলো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই রক্তখেলা, এই অস্ত্রখেলা গা সওয়া হয়ে গেছে বেশ। প্রায় প্রতিনিয়তই একই রকম ঘটনা ঘটছে। অল্প কিছুদিন আগেও ছাত্রলীগ আর ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে বন্দুকযুদ্ধ আর গোলাগুলি হয়েছে। পুলিশ একাধিকবার হল তল্লাশি করে অস্ত্র উদ্ধার করেছে, সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তারও করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এসব ঘটনায় মিটমাট করার নামে সব সময়েই ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু পরিস্থিতি একই রকম রয়ে গেছে।

দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায়, গত ২৪ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ৬২ জন খুন হয়েছে। এর মধ্যে বেশিরভাগই প্রতিপক্ষের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে এবং সংগঠনের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে মারা গেছে। এর মধ্যে ১৮ জন হলো বহিরাগত অছাত্র। এই সব হত্যাকাণ্ডের মধ্যে শুধুমাত্র চুয়াত্তর সালে মহসিন হলের ৭ জনের হত্যার বিচার হয়েছিল। আর কোনো হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়নি। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে তদন্ত কমিটি গঠিত হলেও রিপোর্ট কোনোদিন প্রকাশ পায়নি। এ সব হয়নি, কারণ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বা সরকার চায় না বলে।

শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নয়, সারা দেশের বিভিন্ন স্থানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একইরকম অস্ত্রখেলা রক্তখেলা চলেছে। সব সরকারের আমলেই একই রকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে।

● এরপর– পৃষ্ঠা

রাষ্ট্রপতির কথা কেউ শুনলেন না

● প্রথম পাতার পর

আর, সব সময়ে সরকার এবং বিরোধী দল এই রক্তখেলা, এই অস্ত্রখেলার জন্য পরস্পরকে দোষারোপ করে বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়ে চলেছেন। অন্যদিকে ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসীদের প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে, তাদেরকে ব্যবহারও করা হচ্ছে।

বর্তমান বাংলাদেশে দুই দশক ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এই যে রক্তখেলা আর অস্ত্রখেলা চলেছে সেরকম বিশ্বের অন্য কোথাও ঘটছে বলে আমাদের জানা নেই। এই ধ্বংসাত্মক ভয়াবহ রক্তখেলা, যা দেশের ভবিষ্যৎকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রেখেছে, তা নিয়ে সরকার ও বিরোধী দল যেমন নির্বিকার, তেমনিভাবে বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিসেবী, বেসরকারি সাহায্য সংস্থা, সকল পেশাজীবীসহ পুরো নাগরিক সমাজও প্রায় নীরবই বলতে হয়। কোথাও উচ্চকণ্ঠে কোনো প্রতিবাদ নেই। প্রতিরোধের কোনো কর্মসূচিও নেই। সর্বত্রই দেখা যায় বিরোধ আর বিভেদ, দলীয় চিন্তা বা প্রভাবের প্রাধান্য। এভাবেই পুরো পরিবেশ পুরো সমাজ ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে, ধ্বংসের কিনারায় চলে যাচ্ছে।

এই চরম হতাশাজনক অবস্থায় রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বলা যায় এককভাবেই জাতির বিবেকের ভূমিকা পালন করছেন। এই ধ্বংসাত্মক ছাত্র রাজনীতির নামে যে সন্ত্রাস আর রক্তারক্তি চলেছে সে সম্পর্কে সমগ্র দেশবাসীকে সচেতন আর সতর্ক করে চলেছেন। কিন্তু কেউ রাষ্ট্রপতির কথা শুনলেন না। রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বার বার বলছেন, রাজনৈতিক দলের ব্যানারে সন্ত্রাসীরা শিক্ষাঙ্গনকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করেছে। আইন তাদের কিছুই করতে পারে না। আরো বলেছেন, ছাত্ররাজনীতি দলীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলে শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাসমুক্ত হবে না।

রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ দায়িত্বভার গ্রহণের পর থেকেই দেশে প্রচলিত সন্ত্রাসী ছাত্ররাজনীতির ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে প্রকাশ্য প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। সরকার ও বিরোধীদলীয় রাজনীতিবিদদের সঙ্গে আলোচনা ও মতবিনিময়কালেও তিনি একই মত ব্যক্ত করেন বলেও জানা যায়।

রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ দায়িত্বভার গ্রহণের পরপরই (১৩ অক্টোবর, '৯৬) বাম ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠকে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধ কিভাবে করা যায় সে সম্পর্কে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, সকল রাজনৈতিক দলের সঙ্গে পরামর্শ করে শিক্ষাঙ্গনে 'তথাকথিত ছাত্র রাজনীতি' সাময়িকভাবে বন্ধ করা যেতে পারে। সে সময়ে রাষ্ট্রপতির এ বক্তব্য রাজনৈতিক ও অন্যান্য মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। পক্ষে-বিপক্ষে কিছু মতামতও এসেছিল বিভিন্ন মহলের কাছ থেকে। তবে এ কথা সত্যি যে, দল-মত নির্বিশেষে দেশের সচেতন নাগরিক সমাজ রাষ্ট্রপতির এই প্রস্তাবের পক্ষে। সে সময়ে 'ভোরের কাগজ'-এর এক চকিত জরিপে দেখা যায়, অধিকাংশ উত্তরদাতা রাষ্ট্রপতির প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। তারা চান, শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাসমুক্ত হোক। তাদের সন্তানরা যেন নির্ভয়ে পড়াশোনা করতে যেতে পারে। এটাই হলো লক্ষ কোটি সাধারণ মানুষের ইচ্ছার প্রতিফলন। কিন্তু সেদিকে কারো কোনো দৃষ্টি নেই। সরকার আর বিরোধী দল শুধুমাত্র নিজেদের দলীয় দৃষ্টিতে নিজেদের লাভ-ক্ষতির ভিত্তিতেই সব হিসাব করছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ ঘটনার পর আমরা সরকার এবং বিরোধী দলকে রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের প্রস্তাব, ছাত্ররাজনীতি সাময়িকভাবে বন্ধ করার প্রস্তাবকে গভীরভাবে বিবেচনা করার আবেদন জানাচ্ছি। এবং দ্রুত এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুরোধ করছি।

আমরা জানি, বিগত সময়ে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধ করার জন্য সর্বদলীয় কমিটি গঠনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তা হয়নি। বিরোধীদলীয় নেত্রী হিসাবে শেখ হাসিনাও সাময়িকভাবে ছাত্রলীগের সাংগঠনিক তৎপরতা বন্ধের ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর উদ্যোগের সমান্তরালে সাড়া দিয়ে বিএনপি একই পদক্ষেপ নেয়নি। সুতরাং তাঁর সে উদ্যোগও কাজে লাগেনি। ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে।

এখন আমরা বর্তমান অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেশ ও জাতির স্বার্থে 'ছাত্র রাজনীতি সাময়িকভাবে বন্ধ করার' সাহসী রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। তিনি এ ব্যাপারে মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে আলোচনার দায়িত্ব দিন। রাষ্ট্রপতি বিরোধী দল বিএনপি নেতৃত্ব ও বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে আলোচনা করুন। প্রয়োজনে সরকার ও বিরোধী দলের নেতৃত্বের সঙ্গে যুক্ত আলোচনায় বসুন রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন। দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও শক্তির সঙ্গেও তিনি পরামর্শ করুন। আমরা মনে করি না, এক বা দুই বৈঠকে ছাত্ররাজনীতির বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। রাষ্ট্রপতির উদ্যোগে এ বৈঠক প্রয়োজনে অব্যাহত থাকবে ছাত্ররাজনীতির ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত। কারণ এই প্রচেষ্টা হবে সমগ্র জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে অত্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণ। আমরা আশা করবো, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের ভবিষ্যতের স্বার্থে এ ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। বেগম খালেদাও প্রমাণ করবেন, তাঁর কাছে দেশের স্বার্থই প্রধান। দেশবাসী এখন এমনি দায়িত্বশীল ভূমিকা ও আচরণই আশা করছে সরকার এবং বিরোধী দলের কাছ থেকে।